ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৮৮

আগরতলা,৪ অক্টোবর,২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত "মিড ডে মিল বন্ধ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বেহদিশ সরকার, জনমনে তীব্র ক্ষোভ'' শীর্ষক সংবাদ সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের নজরে এসেছে।

বর্তমানে রাজ্যে ১০,২২২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু আছে। উক্ত কেন্দ্রগুলিতে ২,৯০,৬৫৯ জন শিশু (৬ মাস ৬ বৎসর) এবং ২৬,৪৫৮ জন মাতা (গর্ভবতী মহিলা ও প্রসুতি মাতা) নথীভুক্ত আছে।

উক্ত শিশু ও মায়েদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পুরক পুষ্টি হিসেবে চাল ও ডাল মিশ্রিত খিচুরি প্রদান করা হয়। এছাড়াও সপ্তাহে দুদিন ডিম প্রদান করা সহ সকালে ছোলা, মুড়ি, সুজি ইত্যাদিও প্রদান করা হয়।

ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য দপ্তরের মাধ্যমে চাল ও ডাল সরবরাহ হয়। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমানে চাল ও ডাল মজুত রয়েছে। কোন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই সম্পূরক পুষ্টি প্রদান বন্ধ নেই। নথীভুক্ত শিশু ও মায়েরা প্রতিদিন সম্পুরক পুষ্টি পাচ্ছে। অধিকন্তু সম্পূরক পুষ্টি প্রকল্প যাতে বন্ধ না হয়, তার জন্য প্রতিটি সি.ডি.পি.ও.কে স্থানীয় কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ডাল ক্রয় করার অনুমতি প্রদান করে রাখা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যের ২০২৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিছু কিছু কেন্দ্রে চাল ও ডাল নষ্ট হয়েছে। তথাপিও প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমানে চাল ও ডাল মজুত রয়েছে এবং সম্পুরক পুষ্টি প্রকল্প চালু আছে। তাই "বন্যার মাসাধিককাল বাদেও শিশুরা মিড ডে মিল পাচ্ছে না" এই সংবাদটি সত্য নয়।

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি সংস্কারের জন্য ১৮লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

তাই, দপ্তর মনে করে, প্রকাশিত সংবাদটি তথ্যের সাথে যথাযথভাবে সংগতিপূর্ণ নয় এবং দপ্তরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। শিশু ও মায়েদের সম্পূরক পুষ্টি প্রদানের মতো কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের সংবেদনশীলতার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

*****